চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ সহায়িকা

জানুয়ারি ২০২৫

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

ভালুকা, ময়মনসিংহ।

www.urc.bhaluka.mymensingh.gov.bd

চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষন সহায়িকা

রচনা ও পরিমার্জনা

জনাব মোঃ আবদুল বারী, ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই ময়মনসিংহ।

উপদেষ্টা

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ।

সমন্বয়ক

জনাব সৈয়দ আহমদ, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

সহযোগিতায়

জনাব মাকসুদা আক্তার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভালুকা, ময়মনসিংহ

জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভালুকা,

জনাব শাহনাজ ফারজানা, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভালুকা,

জনাব জান্নাত আরা, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভালুকা,

জনাব রিপন চন্দ্র সরকার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার কম্পোজ

জনাব আব্দুর রহমান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

Approved
13.1.25
মোহাম্মদ শাহজাহান কবীর
সুপারিনটেনডেন্ট
পিটিআই, ময়মনসিংহ।

প্রসঙ্গকথা

জাতির জন্য প্রয়োজন এমন শিক্ষক যিনি পথ প্রদর্শক হিসেবে নিবেদিত হয়ে সমাজ ও জাতির ভবিষ্যত অর্থাৎ বর্তমানে যারা শিশু তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন শিখন-শেখানোর কাজকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আর পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

সি.ইন.এড, ডি.পি.এড, বিটিপিটি এর পর প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রকৃতপক্ষে আর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে না। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে যে জ্ঞান অর্জিত হলো তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগকালে শিক্ষকগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা সমাধানের জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের। এ ক্ষেত্রে সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য।আর এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের জন্য একটা একাডেমিক সাপোর্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে ।

দীর্ঘ বিরতির পর পুনরায় চাহিদাভিত্তিক সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ শুরু হতে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে নতুন নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে পরিচিত করার জন্য সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া।

শিক্ষকগণ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন তা বিদ্যালয় পর্যায়ে পাক্ষিক সভার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেন। যে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়না সেগুলোই প্রশিক্ষণ চাহিদা হিসেবে ইউআরসিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ সেসকল চাহিদা বিশ্লেষণ করে চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন করেন। এ প্রক্রিয়ায় জানুয়ারি/২০২৫ মাসের সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ সহায়িকার বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে “ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ ও বেইস লাইন মূল্যায়ন কৌশল”। নতুন শিক্ষাবর্ষ ও দীর্ঘ বিরতির পর চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণের প্রারম্ভে বিষয়টি নির্বাচন যথাযথ হয়েছে বলে মনে করছি।

আশাকরি এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণ যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন ও বছরের শুরুতে বেইস লাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিত বিষয়ে পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করে তাদের পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়নে সক্ষম হবেন।

খুব স্বল্পসময়ে সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি। সহায়িকাটি প্রণয়নে যারা আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আবদুল বারী
ইনস্ট্রাক্টর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ সহায়িকা

বিষয় ঃ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ ও বেইস লাইন মূল্যায়ন কৌশল।

প্রশিক্ষণ সময়সূচি ও অধিবেশন পরিকল্পনা।

সময়	বিয়য়	ব্যপ্তিকাল
০৯.০০ - ০৯.২০	পরিচিতি ও নিয়মাবলী	২০মিনিট
০৯.২০ - ১১.০৫	সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন ও প্রেরণ কৌশল	১ঘন্টা ৪৫ মিনিট
১১.০৫- ১১.৩০	চা বিরতি	২৫মিনিট
১১.৩০ - ১.০০	বেইস লাইন মূল্যায়ন কৌশল- বাংলা	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
০১.০০ - ০২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	১ ঘন্টা
০২.০০ - ০৩.৩০	বেইস লাইন মূল্যায়ন কৌশল- গণিত	১ ঘন্টা
০৩.৩০ - ৩.৪৫	চা বিরতি	১৫ মিনিট
৩.৪৫ - ৪.৪৫	মুক্ত আলোচনা	১ঘন্টা
৪.৪৫ -৫০০	সমাপনী	১৫ মিনিট

অধিবেশন- ১ সময়- ১ঘন্টা ৪৫ মিনিট

শিরোনাম- সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ-চাহিদা নিরূপণ ও প্রেরণ কৌশল।

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

১. সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপনের উপায় বলতে পারবেন।
২. পাক্ষিক সভার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।
৩. প্রশিক্ষণ চাহিদা সংশ্লিষ্ট উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন।

কাজ-১ : প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণের উপায় শনাক্ত করা।

সময় : ১০ মিনিট
উপকরণ : হোয়াইট বোর্ড/চক বোর্ড,মার্কার/চক, সহায়ক তথ্য ১.১

পদ্ধতি/কৌশল : একাকী চিন্তা, প্রশ্নোত্তর আলোচনা।

সহায়কের করণীয়

- কীভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ করা যায়?-প্রশ্নটি বোর্ডে লিখুন। সকল অংশগ্রহণকারীকে প্রশ্নটি নিয়ে ০২ মিনিট ভাবতে বলুন এবং প্রত্যেককে উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে একজনকে বোর্ডে উত্তরগুলো লিখতে বলুন।
- এবার সহায়ক তথ্য ১.১ এর সাহায্যে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করুন।

কাজ-২ : বিদ্যালয়ে পাক্ষিক সভা আয়োজনের নির্দেশনা পর্যালোচনা করা ।

সময় : ৩৫ মিনিট
উপকরণ : বিদ্যালয়ে পাক্ষিক সভা আয়োজনের সরকারি নির্দেশনার কপি (সহায়ক তথ্য ১.২),
পদ্ধতি/কৌশল : দলীয়কাজ, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানুন বিদ্যালয়ে সাধারণত কোন কোন সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।
- লক্ষ্য করুন কেউ পাক্ষিক সভার কথা বলেছেন কি-না। বলে থাকলে এ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চান।
- এবার বলুন, বিদ্যালয়ে এসএমসি সভা, পিটিএ সভা, স্টাফ সভা ছাড়াও শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন এবং একাডেমিক সহায়তা প্রদানের জন্য পাক্ষিক সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পাক্ষিক সভা আয়োজনের বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন।
- প্রত্যেক দলে বিদ্যালয়ে পাক্ষিক সভা আয়োজনের নির্দেশনার (সহায়ক তথ্য ১.২) একটি করে কপি বিতরণ করুন।
- ১৫মিনিট তথ্যপত্রটি মনোযোগ সহকারে পড়তে বলুন।
- ১৫মিনিট পর প্রত্যেক দলের কাছ থেকে তথ্যপত্রটি জমা নিন
- প্রত্যেক দলকে ১টি পোস্টার পেপার, সিগনেচার পেন সরবরাহ করুন।।
- এবার প্রত্যেক দলকে ১০মিনিট এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের করণীয় সমূহ বুলেট পয়েন্টে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। জানিয়ে দিন যে দল বেশী পয়েন্ট লিখতে পারবে সে দল বিজয়ী হবে এবং তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করা হবে।

- বিজয়ী দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য দল গুলোকে তাদের দলীয় কাজ মিলিয়ে নিতে বলুন এবং যে পয়েন্টগুলো বাদ পড়েছে সেগুলো সংযোজন করতে বলুন। কোন দল উপস্থাপিত হয়নি এমন পয়েন্ট লিখলে সেগুলো উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্লেনারী আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন (সহায়ক তথ্য ১.২এর আলোকে)

কাজ-৩ : পাক্ষিক সভার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ কৌশল প্রয়োগ করা।

সময় : ২৫ মিনিট

উপকরণ : হোয়াইট বোর্ড, মার্কার।

পদ্ধতি/কৌশল : দলগত কাজ, শ্রেণিকরণ, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, প্রদর্শন, প্লেনারি আলোচনা ইত্যাদি

সহায়কের করনীয়

- অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন।
- প্রত্যেক দলকে ০১টি করে পোস্টার পেপার ও মার্কার সরবরাহ করুন।
- প্রত্যেক দলে ১.৩ (১) এ প্রদত্ত সহায়ক তথ্যের কেসস্ট্যাডি বিতরণ করুন ।
- দলগত আলোচনা করে প্রত্যেক দলকে কেসস্টাডি হতে শিক্ষকের উন্নয়নের দিকসমূহ (ক্ষেত্র) পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- সকল দলের লেখা শেষে হলে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের চিহ্নিত উন্নয়নের দিকসমূহ সমন্বয় করে একটি পোস্টার পেপারে লিখুন।
- প্রস্তুতকৃত পোস্টারটি সহায়ক তথ্য ১.৩(২) এর সাথে মিল করুন।

  এবার পরবর্তী কাজের জন্য পোস্টার পেপারটি সংরক্ষণ করুন ।

কাজ-৪ : প্রশিক্ষণ চাহিদা বিশ্লেষণ করা।

সময় : ২০মি.

উপকরণ : হোয়াইট বোর্ড/চকবোর্ড , মার্কার/চক, পূর্বের লেখা সমন্বিত তালিকা।

পদ্ধতি/কৌশল : প্রশ্নোত্তরে আলোচনা, তালিকাকরণ।

সহায়কের করণীয়

- চকবোর্ডে সহায়ক তথ্য ১.৪ এর আলোকে একটি ছক করুন ।
- কাজ -৩ এর প্রস্তুতকৃত উন্নযনের দিকসমূহ হতে (সমন্বিত তালিকা) যে সমস্যাগুলো পাক্ষিক সভায় সমাধান করা যাবে সেগুলো “পাক্ষিক সভায় সমাধানযোগ্য পার্শ্বে” এবং যেগুলো সমাধান করা যাবেনা সেগুলো “চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিষয় হিসেবে নির্ধারিত পার্শ্বে” লিখুন।

  বলুন উল্লেখিত ছকে প্রধান শিক্ষক শিক্ষকভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয় সংরক্ষণ করবেন।

কাজ-৫ : প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রস্তুত ও প্রেরণ করা।

সময় : ১৫মিনিট

উপকরণ : সহায়ক তথ্য ১.৫ লেখা পওয়ার পয়েন্ট স্লাইড।

পদ্ধতি/কৌশল :, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তরে আলোচনা ,

সহায়কের করণীয়ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিম্নের প্রশ্ন ০৪টি করুন।

  প্রশ্ন-১ঃ প্রশিক্ষণ চাহিদা কে চূড়ান্ত করবেন?

  প্রশ্ন- ২ঃ কিসের সাহায্যে প্রশিক্ষণ চাহিদা চূড়ান্ত করবেন?

প্রশ্ন-৩ ঃ কীভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদা চূড়ান্ত করবেন?

প্রশ্ন-৪ ঃ প্রশিক্ষণ চাহিদা কোন ছকে এবং কখন জমা দিবেন?

- অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শুনুন এবং সুনির্দিষ্ট হতে সহায়তা করুন। এবার প্রজেক্টরে সহায়ক তথ্য ১.৫ প্রদর্শন করুন এবং একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়ে শোনাতে বলুন।

- প্লেনারী আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট সহায়ক তথ্য ১.৫ এর ছকটি ০১ কপি করে সরবরাহ করুন। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য ১.১ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের সম্ভাব্য উপায়

১. শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে।
২. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে।
৪. শ্রেণিভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে।
৫. ধারাবাহিক মূল্যায়নের সংরক্ষিত রেকর্ড পর্যালোচনা করে।
৬. শিশুদের পোর্টফোলিও (প্রতি শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের লিখিত কাজ, হাতের কাজ, প্রজেক্ট কাজের নমুনা, পারদর্শিতা প্রদর্শনমূলক কাজ) মূল্যায়ন করে।
৭. একডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন প্রতিবেদন থেকে।
৮. শিক্ষকের স্ব-অনুচিন্তন থেকে।
৯. অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষকগণের মন্তব্য থেকে।
১০. শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে।
১১. পাক্ষিক সভার মত বিনিময় ও পর্যবেক্ষণ ছক থেকে।

সহায়ক তথ্য ১.২ পাক্ষিক সভা আয়োজনের নির্দেশনা ঃ

সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকর করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চাহিদা ভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়সমূহ নিম্নরূপ-

১। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রান্তিক মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণ।
২। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক একাডেমিক তত্ত্বাবধান।
৩। বিদ্যালয় পরিদর্শন ও একাডেমিক তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত তথ্যাদি।
৪। বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর মতামত।
৫। পেশাগত উন্নয়ন রেকর্ড (RPD – Record of Professional Development) বিশ্লেষণ।
৬। বিদ্যালয়ের পাক্ষিক সভায় শিক্ষকদের অনুচিন্তন।

জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় বিদ্যালয় পর্যায়ে পাক্ষিক সভা আয়োজনের বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণসহ পাক্ষিক সভা শিখন-শেখানো মান উন্নয়নসহ বিদ্যালয় উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণে এ সভা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বিদ্যালয় উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলি পাক্ষিক সভায় আলোচিত হলেও শিখন-শেখানোর বিষয়টি হবে এ সভার মুখ্য বিষয়। তাই পাক্ষিক সভায় গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষকদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ সভায় শিক্ষকদের নিজেদের চাহিদা ব্যক্ত করার সুযোগ রয়েছে যা পরবর্তীতে তার পেশাগত উন্নয়ন সাধনে সহযোগিতা করবে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রণীত নির্দেশনা নিম্নরূপ:

প্রধান শিক্ষকের করণীয় ঃ

১। বিদ্যালয়ের রুটিনে পাক্ষিক সভার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবেন। প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার শ্রেণি কার্যক্রম শেষে এ সভার আয়োজন করতে হবে। সরকারি ছুটি থাকলে এর পরের বৃহস্পতিবার এ সভা করবেন।

২। সভার ব্যাপ্তি হবে কমপক্ষে এক ঘন্টা।

৩। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে উপস্থিত থাকতে হবে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে সভার আলোচ্য বিষয় ঠিক করবেন এবং শিক্ষকদের সভার বিষয়টি অবগত করাবেন।

৪। আলোচনার বিষয় হবে মুখ্যত একাডেমিক।

(ক) প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণ করার সময় শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে যে সকল সমস্যা চিহ্নিত হবে তা সভায় আলোচনা করবেন।

(খ) শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়সমূহে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন তা আলোচনা করবেন।

(গ) আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সকল বিষয় সমাধান করা সম্ভব না হলে কিংবা আরও ভালোভাবে জানার প্রয়োজন মনে করলে তা সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সভার কার্যবিবরণী হিসেবে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।

(ঘ) সভায় নিজ নিজ বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের প্রান্তিক মূল্যায়ন ফলাফল আলোচনা করে সমস্যা চিহ্নিত করবেন।

৫। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের উভয়ের প্রশিক্ষণ চাহিদাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৬। প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

৭। সভার কার্যবিবরণী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

৮। পরবর্তী সভাতে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন ফলোআপ করবেন।

সহকারী শিক্ষকগণের করণীয় ঃ

১। পাক্ষিক সভার আলোচ্য সূচি নির্ধারণে প্রধান শিক্ষককে সহযোগিতা করবেন।

২। নিয়মিত পাক্ষিক সভায় পূরণকৃত স্ব-অনুচিন্তন ফরমসহ উপস্থিত থাকবেন।

৩। পাক্ষিক সভায় নিজ নিজ বিষয়সমূহে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হনতা স্বঅনুচিন্তন ফরমে লিখবেন এবং সভায় উপস্থাপন করবেন।

৪। সভায় অন্য সহকর্মীর উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান জানা থাকলে তা বলবেন।

উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার করনীয় ঃ

১। সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সকল বিদ্যালয়ে যাতে পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করবেন।

২। তিনি কিছু কিছু পাক্ষিক সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

৩। নিজ ক্লাস্টারের সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবেদনসমূহ পাওয়ার পর তিনি সবগুলো যাচাই করে মাসভিত্তিক একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।

৪। রুটিনে পাক্ষিক সভার বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবেন।

সহায়ক তথ্য - ১.৩ (১)

কেসস্টাডি

পয়ারহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুই শিফটে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। মোসা: রত্না খাতুন ঐ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি সাত বছর শিক্ষকতা করছেন। নিয়োগের পরপরই সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এলাকায় ভালো শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম রয়েছে। তিনি বলেন যে, তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। তবুও তিনি মনে করেন ভালো শিক্ষক হতে হলে আরও পরিশ্রম করতে হবে।

জনাব মিলি আক্তার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। এগারো বছর হলো তিনি এ চাকুরিতে এসেছেন। তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তিনি বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করেন। তিনি দুয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে গত মাসে জনাব মো: আনোয়ার হোসেনের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে শিখন-শেখানো কার্যাবলির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিবেদন আকারে লিপিবদ্ধ করেন। ক্লাসটি ছিল চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বিষয়ের ওপর।

প্রতিবেদন

শ্রেণি- চতুর্থ
বিষয়-বাংলা
পাঠের বিষয়-পালকির গান
উপস্থিত শিক্ষার্থী- বালিকা :২৪ জন
বালক :২৭ জন
মোট-৫১ জন

শিক্ষক পাঠপরিকল্পনার খাতা, পাঠ্যবই ও একটি ছবির চার্ট নিয়ে শ্রেণিতে ঢুকেই কুশল বিনিময় করলেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন ছেলে ও তিনজন মেয়ের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার খবর নিলেন। তিনি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে (যারা তুলনামূলকভাবে বড়) শ্রেণির পিছনের দিকে বসতে বললেন। অনিচ্ছা সত্বেও তারা শিক্ষকের আদেশ মেনে নিল। এর মধ্যে একজন শিক্ষার্থী পিছনে বসলে তার সমস্যা হয় জানালে শিক্ষক বললেন যে, একদিনে কোনো সমস্যা হবে না। এরই ফাকে পরিদর্শক শিক্ষকের পাঠপরিকল্পনার খাতাটি টেবিল থেকে সংগ্রহ করলেন।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সম্পূর্ণ কবিতাটি তাল ও ছন্দ সহকারে একবার আবৃত্তি করে শোনালেন। পিছনের বেঞ্চ থেকে কয়েকজন শিশু শিক্ষিকা কী পড়াচ্ছেন তা বলাবলি করছিল। আবৃত্তির পরে বললেন, আজ আমরা কবিতার প্রথম আট লাইন আবৃত্তি করব। তিনি আর্ট পেপারে আঁকা ছবিটি প্রদর্শন করলেন। ছবিতে শিক্ষার্থীরা কে কী দেখতে পাচ্ছে তা বলতে হাত ওঠাতে বললেন। ছেলে মেয়ে মিলিয়ে ২৬ জন হাত তুলল। তিনি এর মধ্য থেকে চারজন মেয়ে (যার মধ্যে তিন জনের ব্যক্তিগত খবর নিয়েছিলেন) ও তিনজন ছেলেকে ছবির বিষয় বলতে দিলেন। আর কেউ ছবির বিষয়ে বলতে চায় কি না তা জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কথা বলল না।

শিক্ষক সকলকে বই খুলে পালকির গান কবিতাটি বের করতে বললেন। তিনি পাঠ্যপুস্তক দেখে দেখে কবিতার অংশটি শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনালেন। একজন শিক্ষার্থী পালকি কী জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটি বিয়ের সময় ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রতি বেঞ্চে দল গঠন করে আবৃত্তির অনুশীলন করতে বললেন। পরে কয়েকজনকে (ছয়জন মেয়ে, পাঁচজন ছেলে) আবৃতি করে শোনাতে বললেন। শিক্ষক গগন ও আদুঁল শব্দ দুটি বোর্ডে লিখলেন। পিছনের যে ছেলেটি বলেছিল যে তার সমস্যা রয়েছে বোর্ডে লেখা গগন শব্দের ওপর নির্দেশক কাঠি দিয়ে নির্দেশ করে সেই ছেলেটিকে এর অর্থ ও বাক্য বলতে বললেন। শিক্ষার্থী পাশের জনের কাছে জিজ্ঞেস করল যে, শব্দটা কি ? শিক্ষক বললেন যে, সে অন্যের কাছে কেন শুনছে ? সেই শিক্ষার্থী চুপ করে থাকায় শিক্ষক অন্য আর এক জনকে বলতে বললেন। সেই শিক্ষার্থী বইয়ের অনুরূপ শব্দার্থ ও বাক্য বলল। শিক্ষক সবাইকে হাততালি দিতে বললেন। সকলকে বই দেখে শব্দার্থ ও বাক্য পড়তে বললেন।

শিক্ষক বই দেখে কবিতার আট লাইন লিখতে বললেন। তিনি ঘুরে ঘুরে সকলে লিখছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করলেন। লেখা শেষে সবাই লেখা দেখানোর জন্য ভিড় করল। তিনি ৫/৬টি খাতা কোনোরূপ মন্তব্য করলেন না। সেগুলো দেখলেন এবং বাকিগুলো ক্লাস ক্যাপ্টেনকে ক্লাস শেষে অফিস রুমে রেখে আসতে বললেন।

ক্লাস শেষ হলো। শিক্ষকের সাথে সাথে পরিদর্শকও বের হয়ে আসলেন এবং অফিস রুমে গেলেন। পরিদর্শক ক্লাসের ব্যাপারে শিক্ষকের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি সানন্দে বিনয় প্রকাশ করে বলতে বললেন। পাঠপরিকল্পনায় শিখনফলগুলো কীভাবে লেখা হয়েছে তা জানতে চাইলে শিক্ষক বললেন, পাঠ্যবইয়ের বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক পরিদর্শককে ধন্যবাদ দিলেন এবং পরের শ্রেণিতে পাঠদান করতে চলে গেলেন।

সহায়ক তথ্য - ১.৩ (২) দলীয় কাজের উত্তর

জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, সহকারী শিক্ষক পয়ারহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সম্ভাব্য উন্নয়নের দিকসমূহ (কেসস্টাডি হতে প্রাপ্ত)।

- সমতা সম্পর্কে ধারণা
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা
- শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা
- শিশুর অনিচ্ছা-ইচ্ছা সম্পর্কে গুরুত্ব
- উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সম্পর্কে ধারণা
- যোগাযোগ দক্ষতা
- সহায়তা দানের উপায় নির্ধারণ
- সৃজনশীল কাজ প্রদানের পারদর্শিতা
- শিক্ষার্থীর লিখিত কাজের মূল্যায়ন কৌশল
- শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার উপায়
- শিক্ষার্থীদের সার্থ্যকে বিবেচনায় আনা
- বিষয়বস্তুর আলোকে শিখনফল নির্বাচন করা
- শিখন শেখানো কৌশলের ধারাবাহিকতা
- শিখনে সকলকে অংশগ্রহণ করানো
- সঠিক তথ্য জানানো
- পরিকল্পিত কাজ প্রদানের কৌশল
- চক বোর্ডের ব্যবহার
- বোর্ডে লেখার সময় বলা ও লেখা
- খাত মূল্যায়নে পারদর্শী শিক্ষার্থীকে ব্যবহার
- দলগত পাঠে কৌশল অনুসরণ

সহায়ক তথ্য – ১.৪ প্রশিক্ষণ-চাহিদা বিন্যাসের নমুনা ছক

(কেসস্টাডি থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য তালিকা)

শিক্ষকের নাম ও পদবি : জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, সহকারী শিক্ষক পয়ারহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	
পাক্ষিক সভায় সমাধানযোগ্য	চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ বিষয় হিসেবে নির্ধারিত
▪ চক বোর্ডের ব্যবহার ▪ বোর্ডে লেখার সময় বলা ও লেখা ▪ খাত মূল্যায়নে পারদর্শী শিক্ষার্থীকে ব্যবহার ▪ দলগত পাঠে কৌশল অনুসরণ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ সমতা সম্পর্কে ধারণা ▪ বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ▪ শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা ▪ শিশুর অনিচ্ছা-ইচ্ছা সম্পর্কে গুরুত্ব ▪ উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা ▪ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ▪ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সম্পর্কে ধারণা ▪ যোগাযোগ দক্ষতা ▪ সহায়তা দানের উপায় নির্ধারণ ▪ সৃজনশীল কাজ প্রদানের পারদর্শিতা

	▪ শিক্ষার্থীর লিখিত কাজের মূল্যায়ন কৌশল ▪ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার উপায় ▪ শিক্ষার্থীদের সার্থ্যকে বিবেচনায় আনা ▪ বিষয়বস্তুর আলোকে শিখনফল নির্বাচন করা ▪ শিখন শেখানো কৌশলের ধারাবাহিকতা ▪ শিখনে সকলকে অংশগ্রহণ করানো ▪ সঠিক তথ্য জানানো ▪ পরিকল্পিত কাজ প্রদানের কৌশল ▪ মূল্যায়ন কৌশলে ভিন্নতা

সহায়ক তথ্য: ১.৪ প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রস্তুত করণ ও প্রেরণ ঃ

কে প্রশিক্ষণ চাহিদা চূড়ান্ত করবেন ?

- প্রধান শিক্ষক শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা চূড়ান্ত করবেন।

প্রধান শিক্ষক কিসের সাহায্যে প্রশিক্ষণ চাহিদা চূড়ান্ত করবেন ?

- শিক্ষকের প্রশিক্ষণ চাহিদা চূড়ান্তকরণে প্রধান শিক্ষক শিক্ষকের স্ব-অনুচিন্তন ফরম, একাডেমিক সুপারিভিশন /পরিদর্শন প্রতিবেদন, শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন রেকর্ডের সহায়তা নিবেন।

প্রধান শিক্ষক কীভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদা চূড়ান্ত করবেন?

- পাক্ষিক সভায় প্রত্যেক শিক্ষকের পূরণকৃত স্ব-অনুচিন্তন ফরম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক সহায়ক তথ্য ১.৫ এর ছক মোতাবেক প্রত্যেক শিক্ষকের পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণ চাহিদা বিন্যাস করবেন।
- পাক্ষিক সভায় যে সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবেনা সেগুলো চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করবেন।
- প্রধান শিক্ষক একাডেমিক সুপারভিশন /পরিদর্শন প্রতিবেদনে শিক্ষকের উন্নয়নেরক্ষেত্র পর্যালোচনা করে চাহিদা চূড়ান্ত করবেন।

প্রশিক্ষণ চাহিদা কোন ছকে প্রেরণ করবেন/ জমা দিবেন ?

- প্রধান শিক্ষক কর্তৃক চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ চাহিদা সহায়ক তথ্য ১.৫ এর ছক মোতাবেক A4 সাইজের সাদা কাগজে কম্পিউটার কম্পোজ করে নিজ নিজ ক্লাস্টারের উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারের নিকট চাহিদা চাওয়ার ০৩ দিনের মধ্যে জমা দিবেন। হাতে লেখা কোন প্রশিক্ষণ চাহিদা গ্রহণ করা হবেনা।

সহায়ক তথ্য ১.৫ ঃ প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রেরণ ছক ঃ

বিদ্যালয়ের নাম ঃ চাহিদা প্রস্তুতের তারিখ ঃ		ঠিকানা ঃ
ক্রমিকনং	শিক্ষকের নাম ও পদবী	চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ বিষয় হিসেবে নির্ধারিত
১		
২		
৩		
৪		
৫		

অধিবেশন-২ সময় ঃ ১ঘন্টা ৩০ মিনিট।

শিরোনাম ঃ বেইস লাইন মূল্যায়ন কৌশল (বাংলা)

শিখনফল ঃ এ অধিবেশন শেয়ে অংশগ্রহণকারীগণ

১। বেইস লাইন মূল্যায়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২। বাংলা বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস ও ছক ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩। বেইস লাইন র্মল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নিরাময় পরিকল্পনা করতে পারবেন।

কাজ-১ বেইস লাইন মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? সময় ঃ ১৫ মিনিট

- কীভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানা যায়? অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান।
- কয়েকজনের উত্তর শুনুন।
- তাদের উত্তরের সাথে মিল রেখে বলুন "একমাত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান জানা যায়"
- এবার বোর্ডে "বেইস লাইন মূল্যায়ন কী?" লিখুন এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে এ বিষয় তাঁদের ধারণা প্রকাশ করতে দিন।
- ধারণাগুলো বুলেট পয়েন্টে বোর্ডে লিখুন।
- এবার নিম্নোক্ত তথ্যের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের নিকট বেইস লাইন মূল্যায়নের ধারণা স্পষ্ট করুন।

ইংরেজিতে "বেইস" শব্দের অর্থ "ভিত্তি" অর্থাৎ এটি প্রথম। এই প্রথম মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান জেনে তার শিখন স্তর চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার্থীর স্তর বা শিখন চাহিদা জানার পর এর উপর ভিত্তি করে নিরাময় পরিকল্পনা তৈরী করা যায়।

কাজ-২ বাংলা বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি ও রেকর্ড সংরক্ষণ ছক পরিচিতি। সময়ঃ ৩০ মিনিট

- তথ্যপত্রে প্রদত্ত বেইস লাইন মূল্যায়ন নমুনা টুলস, রেকর্ড সংরক্ষণ ছক ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- অংশগ্রণকারীদের বেইস লাইন মূল্যায়ন নমুনা টুলস ও রেকর্ড সংরক্ষণ ছক (তথ্যপত্রে সংযুক্ত), দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও এসআরএম (সহায়ক পঠন সামগ্রী) সরবরাহ করুন।
- দলে আলোচনা করে নমুনা টুলস অনুসরণ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির বেইস লাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি করতে বলুন।
- প্রতিদলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তনের মাধ্যমে টুলস চূড়ান্ত করুন।
- তৈরিকৃত টুলস পরবর্তী কাজের জন্য সংরক্ষণ করুন।

কাজ-৩ বাংলা বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়ন অনুশীলন।

- প্রশিক্ষণের দিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণি ও ০৫ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী উপস্থিত রাখুন। শিক্ষার্থী নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করুন।
- পূর্বের দলে ০১জন দ্বিতীয় শ্রেণি ও ০১ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত করুন।

- দলের পক্ষে ০১জন দ্বিতীয় শ্রেণি ও ০১জন শ্রেণি তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে পূর্বে প্রস্তুতকৃত বেইস লাইন মূল্যায়ন টুলস দিয়ে One to one approach বেইস মূল্যায়ন করুন। দলের অন্য সদস্যগণ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বেইস মূল্যায়ন সময়ে ভীতিহীন পরিবেশ নিশ্চিত করুন।
- মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড সংরক্ষণ ছকে সংরক্ষণ করুন।

কাজ- ৪ বাংলা বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফলেরভিত্তিতে নিরাময় কৌশল ঃ

- বেইস লাইন মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফলের আলাকে শিক্ষার্থীর পাঠগত অবস্থান বা পর্যায় মাল্টিমিডিয়ায় প্রদশন করুন।
  পর্যায় সমুহঃ

  ১। কিছু শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে পড়তে পারে।
  ২। কিছু শিক্ষার্থী শিক্ষকের আংশিক সহায়তায় পড়পতে পারে।
  ৩। কিছু শিক্ষার্থী বানান করে পড়তে পারে।
  ৪। কিছু শিক্ষার্থী একদম পড়তে পারেনা। এমনকি তারা কিছু বর্ণ, কারচিহ্ন বা যুক্তবর্ণ চিনেনা বা শব্দ পড়তে পারেনা।
- উল্লেখিত পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কীভাবে নিরাময় দেয়া যায় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ১ মিনিট চিন্তা করতে বলুন।
- প্রাপ্ত মতামত বোর্ডে লিখুন।
- এবার নিরাময় কৌশল সহায়ক তথ্যের আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ০৫টি দলে বিভক্ত করুন।
- প্রতিদলে পোস্টার পেপার ও সাইনপেন সরবরাহ করুন।
- নীচের ছকটি বোর্ডে লিখুন ।
- প্রতিদলকে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে, ছকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের উপায লিখতে বলুন।

ক্র.নং	চিহ্নিত সমস্যা	সমাধানের উপায
০১	শিক্ষার্থী বর্ণ চিনেনা	
০২	শিক্ষার্থী কার চিহ্ন চিনেনা	
০৩	শিক্ষার্থী কার চিহ্ন দিয়ে গঠিত শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনা	
০৪	শিক্ষার্থী যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনা।	
০৫	শিক্ষার্থী নতুন শব্দের অর্থ বুঝতে পারেনা।	

- এবার প্রত্যেক দলকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- বর্ণ শেখানো, শব্দ ভেঙ্গে উচ্চারণ, কার চিহ্ন ও যুক্তবর্ণ শেখানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করুন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য-২.১

বেইস লাইন টুলস পরিচিতি

মূল্যায়ন টুলস পাঠ্যবই এর পাঠ্যাংশ বা সমমানের বই /এসআরএম থেকে তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণির নমুনা টুলস

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এদেশে অনেক নদী আছে। নদী বয়ে চলে।পাখিরা গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে।

এদেশের আকাশ নীল।আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘ। রাতে চাঁদ ওঠে।কত ভাল লাগে।

চড়ুই	মৌমাছি	আম	টগর
ডাকাডাকি	মুড়ি	সপ্তাহ	ট্রেন
মঙ্গলবার	মেঘলা		ঝড়

উ	ঋ	ও	ঘ	ঝ	ঢ	ণ
য	র	ভ	স	থ	ফ	ল

ি ু ৈ ো া

ৌ ূ ে ী

ক	শ	ভ

ল	ফ	ম

বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব।একসাথে ঘুরে বেড়ায়। দুষ্টুমি করে। ঝিলি-মিলি স্কুল থেকে ফিরিলে দৌড়ে কোলে ওঠে। ওরা খেতে বসলে বিড়াল দুটি পাশে বসে। ঝিলি-মিলি মাছ খেতে দেয়। বাটিতে করে দুধ দেয়। বিড়াল দুটি মজা করে খায়।

রান্না	পরিষ্কার	ধন্যবাদ	ভদ্র	শহর
টুলটুলে	বৈশাখ	ঋতু	শোভাযাত্রা	

মুক্তিযুদ্ধ	গ্রীষ্মকাল	কার্তিক

সহায়ক তথ্য -২.২

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন (·) দিন।

রোল নং	শিক্ষার্থীর নাম	সাবলীল ভাবে পড়তে পারে	শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে।	কিছু শব্দ পড়তে পারে	একবারেই পড়তে পারেনা	যে সকল বর্ণ, কার চিহ্ন বা যুক্তবর্ণ পড়তে পারে না

সহায়ক তথ্য-২.৩

বেইসলাইন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

ভীতিহীন পরিবেশে শিক্ষার্থী মুল্যায়নের উদ্দেশ্য, মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সাথে মত বিনিময় করবেন । প্রতিটি শিশুর একক (One to One approach) মূল্যায়ন শিশুর প্রকৃত পাঠগত অবস্থান চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে। শিক্ষক একে একে প্রতিটি শিশুর মূল্যায়ন করবেন (One to One approach) এবং মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড সংরক্ষণ ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।

পদ্ধতি:

- মনেকরি তাহমিদ ৩য় শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। তার বেইসলাইন মূল্যায়নের জন্য প্রথমে ৩য় শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস থেকে পড়তে দিতে হবে।
- যদি সে নিজে নিজেই শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া দ্রুত পড়তে পারে , তবে বুঝতে হবে সে ৩য় শ্রেণির পর্যায়ে সাবলীল পাঠক। সাবলীল ভাবে পড়তে পারে টিক চিহ্ন দিতে হবে।
- আর যদি দেখা যায়, সে কোথাও কোথাও পড়তে গিয়ে আটকে যাচ্ছে অথবা যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ বা অপরিচিত শব্দ পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য নিচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে এই শিক্ষার্থী শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়ে।
- এ ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষার্থীকে ২য় শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস পড়তে দিতে হবে। যদি সে শিক্ষকের কোন রকম সাহায্য ছাড়া দ্রুত পাড়তে পারে , তাহলে বুঝতে হবে এই শিক্ষার্থী ২য় শ্রেণির সাবলীল পাঠক। পড়তে না পারার কারণ এর সাথে বা অজানার দূবলর্তা বর্ণ বা চিহ্ন বা যুক্তবর্ণ সমূহ লিখে রাখতে হবে।
- যদি সে ২য় শ্রেণির মূল্যায়ন টুলস পড়তে পারছে না তবে তাকে বর্ণ কার্ড ও কার চিহ্ন কার্ড দিয়ে দেখতে হবে সে বর্ণ/ চিহ্নগুলো চিনতে ও পড়তে পারছে কিনা । যদি না পারে তবে বুঝতে হবে সে পড়ার জন্য সম্পূর্ণরুপে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল । মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রিন্ট করা মুল্যায়ন টুলস ব্যবহার করবেন।

এভাবেই উপরোক্ত নিয়মে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। অর্থাৎ শিশুটি পাঠের কোন অবস্থানে আছে তা চিহ্নিত করবেন এবং এ ক্ষেত্রে শিশুর প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করে একটি ঘরে টিক চিহ্ন দিবেন। যাতে করে শিশুকে তার অবস্থান থেকে পরবর্তী উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা করতে পারে। ।

- বছরের শুরুতে বেইস লাইন করলে পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক,এসআরএম বা যোগ্যতা অনুসারে টুলস তৈরি করতে হবে। বছরের মাঝে বেইস লাইন করলে লেভেল অনুযায়ী টুলস তৈরি করা যাবে।

সহায়ক তথ্য-২.৪

নিরাময় কৌশল

- পাঠটীকা বা শিক্ষক সহায়িকার পদ্ধতি/কৌশল অনুসরণ করা (বর্ণ, কারচিহ্ন, যুক্তবর্ণ, শব্দ ইত্যাদি)
- পর্যাপ্ত সময় দিয়ে বোর্ডের ব্যবহার ও উপকরণের সাহায্যে পাঠদান করা
- শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখিত অধ্যায়ভিত্তিক পাঠ বিভাজন অনুসরণ করা
- দূর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষে নিরাময়মূলক কোচিং এর ব্যবস্থা গ্রহন করা
- বছরের শুরুতে, মাঝে ও শেষে বেইস লাইন করে পরিকল্পিত দল গঠন।
- স্তরভিত্তিক বা শিখন চাহিদা অনুসারে শ্রেণিতে ও বাড়ীতে কাজ প্রদান করা।
- জোড়ায় শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- পঠন দক্ষতা উন্নয়নে পর্যাপ্ত অনুশীলনের সময় দিয়ে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান করা
- শ্রেণিকক্ষে ঝজগ বা অনান্য বই পাঠের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রতিটি শিশুর রিডিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রিডিং রেকর্ড রাখা।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজের সুযোগ রাখা।
- শিক্ষককে বইয়ের ভাষায় কথা বলা
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে গুরত্ব প্রদান।

অধিবেশন - ৩ **সময়:** ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট

শিরোনাম: বেইস লাইন মূল্যায়ন কৌশল– (গণিত)

শিখনফল:

১) গণিত বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত টুলস ও ছক ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২) গণিত বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নিরাময় পরিকল্পনা করতে পারবেন।

কাজ-১ গণিত বিষয়ে বেইস লাইনের মূল্যায়নের টুলস তৈরি , ফলাফল (বেকর্ড) সংরক্ষণ ছক ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা। **সময়:** ৪০ মিনিট ।

- অংশগ্রহণকারীদের ০৫টি দলে বিভক্ত করুন। প্রতি দলে বেইসলাইন রেকর্ড সংরক্ষণ ছক ও সহায়ক তথ্যের নমুনা টুলস সরবরাহ করুন।
- সহায়ক তথ্যের বেইস লাইন নমুনা টুলস, রেকর্ড সংরক্ষণ ছক ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করুন।
- দলে আলোচনা করে নমুলা টুলস অনুসরণ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির গণিত বিষয়ে বেইস লাইন মুল্যায়নের জন্য টুলস তৈরি করতে বলুন।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে প্রতিদলের মূল্যায়ন টুলস চূড়ান্ত করুন এবং চুড়ান্তকৃত বেইস লাইন মূল্যায়ন টুলস পরবর্তী কাজের জন্য সংরক্ষণ করুন।

কাজ-২ গণিত বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়ন অনুশীলন। **সময়:** ৪০ মিনিট ।

- প্রশিক্ষণের দিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণি ও ০৫ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী উপস্থিত রাখুন। শিক্ষার্থী নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করুন।
- পূর্বের দলে ০১জন দ্বিতীয় শ্রেণি ও ০১ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- দলের পক্ষে ০১জন দ্বিতীয় শ্রেণি ও ০১জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে পূর্বে প্রস্তুতকৃত বেইস লাইন মূল্যায়ন টুলস দিয়ে One to one approach বেইস মূল্যায়ন করুন। দলের অন্য সদস্যগণ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বেইস মূল্যায়ন সময়ে ভীতিহীন পরিবেশ নিশ্চিত করুন।
- মূল্যায়ন ফলাফল রেকর্ড সংরক্ষণ ছকে লিপিবদ্ধ করুন।
- এবার প্রত্যেক দলকে দলীয়কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।

কাজ- ৩ গণিত বিষয়ে বেইস লাইন মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিরাময় কৌশল ঃ

সময়: ৪০ মিনিট ।

- বেইস লাইন মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি দূর করতে করনীয় বা কীভাবে নিরাময় দেয়া যায় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ১ মিনিট চিন্তা করতে বলুন।
- প্রাপ্ত মতামত বোর্ডে লিখুন।
- এবার নিরাময় কৌশল সাহয়ক তথ্যের আলোকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- সহায়ক তথ্যের সাহায্যে বিষযটি আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য-৩.১

দ্বিতীয় শ্রেণির বেইস লাইন ছক

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন (√) দিন।

বেইস লাইন মূল্যায়ন ফলাফল সংগ্রহ ছক

বিদ্যালয়ের নাম:

শ্রেণি : শাখা : শিক্ষকের নাম:

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	সংখ্যা				সংখ্যা পদ্ধতি						যোগ		বিয়োগ		সমস্যামূলক সমস্যা	মন্তব্য
	পড়া		লেখা		বড়- ছোট		বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজানো		ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে সাজানো		হাতে না রেখে		হাতে না রেখে			
	১-৫০	৫১-১০০	১-৫০	৫১-১০০	১-৫০	৫১-১০০	১-৫০	৫১-১০০	১-৫০	৫১-১০০	১-৫০	৫১-১০০	১-৫০	৫১-৯৯		

তথ্যপত্র-৩.২

তৃতীয় শ্রেণির বেইস লাইন ছক

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন (√) দিন।

বেইস লাইন মূল্যায়ন ফলাফল সংগ্রহ ছক

বিদ্যালয়ের নামঃ

শ্রেণি : শাখা : শিক্ষকের নামঃ

শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	১০০০ পর্যন্ত গণনা করতে পারে পড়তে ও লিখতে পারে	১০০০ পর্যন্ত গণনা করে বড় ছোট প্রকাশ করতে পারে	১০০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখতে পারে	১০০০ পর্যন্ত সংখ্যায় স্থানীয় নির্ণয় করতে পারে	৫০ পর্যন্ত সংখ্যায় জোড় বিজোড় শনাক্ত করতে পারে	হাতে না রেখে ১০০০ পর্যন্ত যোগ করতে পারা (৩ অংক বিশিষ্ট)	হাতে রেখে ১০০০ পর্যন্ত যোগ করতে পারা (৩ অংক বিশিষ্ট)	হাতে না রেখে ১০০০ পর্যন্ত বিয়োগ (৩ অংক বিশিষ্ট)	হাতে রেখে বিয়োগ ১০০০ পর্যন্ত (৩ অংক বিশিষ্ট)	যোগ বিয়োগ সংক্রান্ত ২ স্তর বিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারে	হাতে না রেখে ২ অংক বিশিষ্ট সংখ্যার সাথে এক অংক বিশিষ্ট সংখ্যা গুণ করতে পারে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

সহায়ক তথ্য-৩.৩

নমুনা টুলস-দ্বিতীয় শ্রেণি

১। পড় ও কথায় লিখ

৪৬ ৩৪ ১৮ ৪৯

২। অঙ্কে লিখ

চৌত্রিশ বার সাতাশ

৩। কোনটি বড় কোনটি ছোট

ক) ৬৩, ৫৭

খ) ৭৯, ৪৭

৪। ছোট থেকে বড় আকারে সাজাও

৩৪.৫৭.২৩

৫। যোগ কর

২৫ + ১৩	৬৭ + ১২

৬। বিয়োগ কর

৩৭ - ১৩	৭২ - ১১

৭। তোমার কাছে ৮টি পেয়ারা আছে। তোমাকে আরো ২টি পেয়ারা দেয়া হল। মোট কয়টি পেয়ারা হলো।

সহায়ক তথ্য -৩.৪

শিখন দুর্বলতা দূর করতে করণীয়

১। শিশুর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করন। গণিত ভীতি কাটাতে খেলার ছলে সব বিষয় উপস্থাপন।

২। শিশুকে সংখ্যা চিনতে ও গণনা সঠিক ভাবে গুনতে শিখানো।

৩। স্থানীয় মান অনুযায়ী সংখ্যা পড়া ও লেখা গণিত অলিম্পিয়াড অনেক আইডিয়া এখানে প্রয়োগ করা যায়।

৪। বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে একাধিক বা ততোধিক বস্তু একত্রে করে যোগের ধারণা স্পষ্ট করা।

৫। বিপরীত ভাবে ততোধিক বস্তু থেকে যে কোন বস্তু বাদ দিয়ে কমে যাওয়ার ধারণা থেকে বিয়োগ প্রক্রিয়া শেখানো। গল্প তৈরি করতে দিয়ে যোগ বিয়োগ প্রক্রিয়া আরও স্পষ্ট ভাবে ধারণা প্রদান।

৬। একই সংখ্যাক বস্তু বারবার নিয়ে একত্রিত করে মোট কত হলো তা বলতে দেয়া এবং এভাবে বারবার একই সংখ্যক বস্তু যোগ না করে বস্তুর সংখ্যাকে কতবার নিচ্ছি তা গুণ আকারে লেখা শেখানো। এই সংক্রান্ত একাধিক গল্প বলা এবং পরে শিশুদের তৈরি করতে দেয়া।

৭। খেলতে খেলতে কিছু বাস্তব বস্তু ভাগ করতে দিয়ে ভাগের ধারণা স্পষ্ট করন।

৮। যোগযন্ত্র ব্যবহার করা, ব্লক ব্যবহার করা, গ্রিড ব্যবহার করা, সংখ্যার ধাঁধা ব্যবহার করা, অরিগ্যামী, ট্যানগ্রাম ব্যবহার করা, রশি ব্যবহার করা, যোগের চাকতি ও পিরামিড ব্যবহার করা।

৯। প্রক্রিয়াগুলো বারবার অনুশীলন করানো।

১০। দল গঠনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামুলক মনোভাব গঠন।

১১। উৎসাহ বাড়াতে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।

১২। ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করতে পারগ, কম পারগ, অপারগ শিশুর সংমিশ্রণে দলগঠন।

সর্বোপরি শিক্ষকের আন্তরিকতা অপরিহার্য।

অধিবেশন-৪ সময়ঃ ১ ঘন্টা

শিরোনামঃ মুক্ত আলোচনা।

নির্দেশনাঃ

এ অধিবেশনে উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ শিশু ভর্তি. শিশু জরীপ, ক্যাচমেন্ট এলাকার ম্যাপ হালফিল করা, বই বিতরণ, উন্নয়নমূলক কাজ ইত্যাদি নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মুক্ত আলোচনা করবেন।

****